হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"শেখেরা তেল বিক্রি করছে আর নানা দেশ থেকে হুরী খরিদ করছে। আশি বছরের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ শেখেরা শত শত স্ত্রী, রক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে এসে দশ বছরের আমিনাদের বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে।"

— শিবপ্রসাদ রায়

অর্পিতা প্রামাণিকের নেতৃত্বে উলুবেড়িয়াতে হিন্দুদের প্রতিরোধ সংঘর্ষ চলছে

এই কাগজের গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'উলুবেড়িয়াতে জমি দখলের অপচেষ্টাকে রুখে দিল হিন্দুরা।' হাটগাছা-২ পঞ্চায়েতের বাড়বেড়িয়া গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতকারীরা গত জুলাই মাসে তুলসি দাসের যে জমি দখল করে নিয়েছিল, হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তা আবার পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু মুসলিম দুষ্কৃতকারীরা বাস রাস্তার ধারে ঐ জমির লোভ সামলাতে পারে না। তাই গত দুর্গাপূজার ঠিক আগে ঈদের দিন ঐ দুষ্কৃতিরা এসে হিন্দুদের দেওয়া ঐ ইটের প্রাচীর ভেঙে দেয় ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়। ঐ সময় তারা যথারীতি বোমাবাজি করে। পূজার পর হিন্দুরা আবার বেড়া দেয়। গত ১৭ই নভেম্বর রাত্রে মুসলিমরা আবার বোমা ফেলতে ফেলতে এসে বেড়া ভেঙে দেয়। তারপর তারা বহু সংখ্যায় হিন্দু পাড়ায় ঢুকতে যায়। তখন কিছু হিন্দু যুবক পাল্টা বোমা ফেলে তাদেরকে বাধা দেয়। এই লড়াইয়ে মুসলিমরা পিছু হটে। হিন্দু যুবকরা তাদের ঠেলতে ঠেলতে মুসলিম পাড়ার দিকে পিছিয়ে দেয়। এই সময় দুই পাড়ার মাঝে পালপাড়া বাস স্টপেজে মুসলমানদের একটি গুমটি হিন্দুরা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয় ও তার ছাইও সরিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এই গুমটিতে বসে বসেই কিছু মুসলিম যুবক হিন্দু মেয়েদের টিটকিরি দিত ও উত্যক্ত করত। এই মর্মে ১০ জন হিন্দু মেয়ে থানায় নালিশও দায়ের করেছে। হিন্দুদের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় অর্পিতা প্রামাণিক নামে ৩৫ বছর বয়সী এক গৃহবধূ। তাঁর স্বামীর নাম বিভাস প্রামাণিক। তারপর আসে পুলিশ। যথারীতি পুলিশ মুসলিম পাড়ায় ঢোকে না। হিন্দু পাড়ায় ঢুকে অর্পিতা প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত ১৪ দিন হল অর্পিতাকে জামিন দেওয়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ 'আর্মস্-অ্যাক্ট' কেস দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ধারা দিয়েছে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩১৩, ৪৩৬, ১৫৩-এ, ১২০-বি, ৩৭৯, ২৫, ২৭, ৯ (বি) আই. ই. অ্যাক্ট এবং ২৫/২৭ আর্মস্-অ্যাক্ট। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই পুলিশ রাত্রে হিন্দু পাড়ায় রেড করছে—মুসলিমদের খুশী করার জন্য এবং হিন্দু যুবকদের ভয় দেখাতে যাতে তারা প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত না হতে পারে। কিন্তু পুলিশ ভুলেও একবারের জন্যও মুসলিম পাড়ায় রেড করে না।

ঘটনার দুদিন পর জেলার তৃণমূল নেতা পুলক রায় ওই স্থানে যান এবং মুসলিমদের সঙ্গে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঐ গুমটি পুনরায় তৈরী করে দেন। ঐ গুমটিও হিন্দুর জায়গা অবৈধভাবে দখল করে মুসলমানদের দ্বারা তৈরী করা। সুতরাং উলুবেড়িয়াতে সব দলেরই মুসলিম তোষণ চল্‌ছে চলবে। কারণ উলুবেড়িয়া থানায় যে মুসলমান ৪০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে।

নৈনানপুরে হিন্দু সংহতির সমাবেশ

ডায়মন্ডহারবার, সংবাদদাতা ঃ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সফল হল হিন্দু সংহতির ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হিন্দু সম্মেলন। উস্থি (মগরাহাট-১ নং) ব্লকের নৈনানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গত ১৫ই নভেম্বর এই সম্মেলনে কুলপি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট-১ও২, ডায়মন্ড- হারবার-১নং ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে এক হাজারেরও বেশী সংহতির সমর্থকরা যোগদেন।

বিখ্যাত বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী সুশীল নস্করের তরজা গান দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংহতি সংবাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রকাশ দাস। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও সাহিত্যিক অমরেশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দেখে একে হিন্দু নবযুগের শুরু বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন শিবাজী ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শই আজকের হিন্দু সংহতির সেনানীদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে। বগুলা রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের স্বামী পুণ্যলোকানন্দজী বলেন, 'ধর্ম রক্ষার্থে হিন্দুদের আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত। প্রতিবেশী হিন্দুদের দুঃখ দুর্দশায় উদাসীন থাকলে সকলেরই বিপর্যয় বাড়ে।'

সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তাঁর উজ্জীবনী ভাষণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের নানা দুঃখ-দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল সব দলেরই মৌলবাদী ইসলামকে তোল্লা দেওয়ায় তাদের সর্বনাশ তো হবেই, আর হিন্দুরা যদি সে কথা না বুঝে থাকে তবে তাদের অবস্থা হবে, পূর্ব বাংলার ভিটে-মাটি ছাড়া হিন্দু রিফিউজিদের মতো। তিনি বলেন, শুধু হিন্দু হওয়ার কারণে আজ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, শান্তিময় ভট্টাচার্য্য, মমতা ব্যানার্জী, তথাগত রায়, সৌগত রায়দের বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসতে হয়েছে। তাঁরা কি চান, হিন্দুরা তাদের স্বার্থ ও সংগঠন ভুলে তাদের মতোই এদেশের মাটিকেও মৌলবাদীদের হাতে তুলে দিক? এর প্রতিবাদে দিকে দিকে শ্রী ঘোষ হিন্দু সংহতির সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এলাকার হিন্দু সংগঠক প্রতাপ হাজরা বিপুল করতালি নন্দিত হয়ে আহ্বান জানান, "আজ হিন্দু সংগঠন করতে যে হিন্দুরা বাধা দিচ্ছেন তারা হিন্দুদের শত্রু। সমাজ তাদের ক্ষমা করবে না।" অন্যান্য বক্তা ও অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রী মন্থন আর্য, বারিদবরণ গুহ, বিমান চৌধুরী, ব্রজেন রায় ও তপন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজসেবী রমেন্দ্রনাথ মন্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী। সম্মেলনে মেয়েরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগ দেন।

সুইজারল্যান্ডে মসজিদে মিনার তৈরী নিষিদ্ধ হল

জেনেভা, ২৯ নভে: ঃ মুসলিম জনসংখ্যা অতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও উদারবাদী সুইজারল্যান্ড সাংবিধানিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে যে, সে দেশে মসজিদে মিনার নির্মাণ করা চলবে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত দেখে সুইজারল্যান্ড আগে থেকেই সাবধান হচ্ছে। সেদেশের জাতীয়তাবাদী 'সুইস পিপলস্ পার্টি'-র ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তির নিদর্শন হচ্ছে মিনারগুলি। এক দিন সুইজারল্যান্ডই ইসলামী রাষ্ট্ররূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। ঐ দেশের মোট ২৭ লাখ ভোটদাতাদের প্রায় ৫৮ শতাংশ এই মতের পক্ষে ভোট দেয়। দেশের ৭৫ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ মুসলিম। এরা অধিকাংশই ১৯৯০ সালের যুগোস্লাভ যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তুরূপে আশ্রয় নেয়। আগে থেকেই তৈরী চারটি মসজিদের মিনার এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এগুলি থেকে নামাজের আহ্বান জানানো হয় না, বিল্ডিংয়ের মধ্যে তাদের আহ্বান সীমাবদ্ধ থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশ-বিদেশের মুসলিম গোষ্ঠীগুলি এই মতদানকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং অ-ইসলামিক বলে নিন্দা-মন্দ করছে। কিছু গোষ্ঠী বলতে শুরু করেছে এতে সুইজারল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্ক খারাপ হবে এবং তাতে ধনীদের পর্যটন কমবে, ব্যাঙ্কে তাদের টাকা কম জমা পড়বে, কেনা-কাটা কম করবে ইত্যাদি।

[সূত্র ঃ দি এশিয়ান এজ, ৩০.১১.০৯]

মসজিদে মিনার বিরোধী আন্দোলনের পোষ্টারে মিনারকে বর্শার ফলার মত দেখানো হয়েছে

গত ২৮শে নভেম্বর বকরি ঈদে গো-হত্যা ও তার প্রতিবাদে বিভিন্নস্থনে সংঘর্ষের খবর আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁচেছে। সেগুলি এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে না পেরে আমরা দুঃখিত। পরবর্ত্তী সংখ্যায় সেই সব খবর প্রকাশিত হবে।

আমাদের কথা

সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে

সেই ১৯২৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়াতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্' গাইতে অস্বীকার করে মঞ্চ থেকে নেমে যান। সভাপতিবিহীন মঞ্চে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হল। তারপর সভাপতি মঞ্চ আলো করে বসলেন। তখন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা সাধারণআত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজী থেকে শুরু করে সাধারণ কংগ্রেস কর্মী- কারোরই এতে আপত্তি হল না। বন্দেমাতরম্-এর এই অপমানের প্রতিবাদে কংগ্রেসের নেতা থেকে কর্মী কেউই সেই সভা বয়কট করলেন না। তারপর দীর্ঘ ৮৬ বছর পর বিখ্যাত ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দে জামায়েত-ইসলামী উলেমায়ে হিন্দ্-এর অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হল যে, ভারতে মুসলিমদের জন্য বন্দে মাতরম্ গাওয়া বাধ্যতা- মূলক করা চলবে না। কারণ, বন্দেমাতরম্ ইসলাম বিরোধী। এই প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক পূর্বেই ঐ মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন শ্রীযুক্ত পি. চিদাম্বরম্, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কংগ্রেসের মহান নেতা। মিডিয়াতে একটু হৈ চৈ হওয়াতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হল যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের সময় চিদাম্বরম্ ঐ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, চিদাম্বরমের কোন দোষ নেই। কংগ্রেসেরও কোন দোষ নেই।

এ প্রশ্ন কেউ তুলল না যে, যে সংস্থা এরকম রাষ্ট্রবিরোধী ঘোষণা করতে পারে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের সঙ্গে এক মঞ্চে বসা, গলাগলি কোলাকুলি করা– এতে কি তাদেরকে একরকমের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না? এটা দোষ নয়? এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়? এদেশে অদ্ভুত এক দ্বিচারিতা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। নরেন্দ্র মোদী, অশোক সিংহল, প্রবীণভাই তোগাড়িয়া, সাধ্বী প্রজ্ঞা বা সাধ্বী ঋতম্ভরা-র সঙ্গে একমঞ্চে বসতে কোন কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট বা যে কোন বড় নেতাকে দেখেছেন? দেখেননি। এঁদের পাশাপাশি গেলেই গায়ে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ লেগে যাবে। তাই এঁরা সর্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু বড় বড় দাড়ি-টুপিওয়ালা গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের পাশে বসলে গা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আতরের সুগন্ধ বের হবে। এর সদ্য উদাহরণ আমাদের রাজ্যে প্রতিদিন শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জ্জী আচরণে রাজ্যবাসী দেখতে পাচ্ছেন। বড় বড় মিটিং-এ টিভি ক্যামেরা মমতার দিকে জুম করলেই ক্যামেরার ফ্রেমে যেন অবশ্যই দাড়ি-টুপি দৃশ্যমান হয় এ বিষয়ে মমতাদেবী হাইপার সচেতন। কংগ্রেস-তৃণমূলীরা এই কাজ করছেন, দেশের মানুষ মেনে নিচ্ছেন, সুতরাং আমরা বলার কে? কিন্তু এঁদের কাছে এটুকু দাবী তো আমরা করতে পারি যে, আপনারা মিটিং-মিছিলে 'বন্দে-মাতরম্' শ্লোগানটি ব্যবহার করা ছেড়ে দিন। বন্দেমাতরমকে বার বার অপমান করার আপনারা অংশীদার। পার্লামেণ্টেও বন্দেমাতরম্ আপনারা বন্ধ করেছেন। তাই বন্দেমাতরম্ বলার অধিকার আপনাদের নেই। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে যে শহীদরা হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন, তাদেরকে অপমান করার অধিকার আপনাদের নেই। এত মুসলিম তোষণ যদি করতেই হয়, তাহলে 'বন্দেমাতরম'কে ভাঙিয়ে খাওয়া বন্ধ করুন। আমাদের কথা– **'ভারত মে যদি রহনা হোগা, বন্দে মাতরম্ কহনা হোগা।'**

পাকিস্তানে শিখ আইনজীবিকে প্রহার ও ভীতিপ্রদর্শন

অমৃতসর ঃ রাওয়ালপিণ্ডির নিকটে হাসনাব্দালে এক শিখ আইনজীবিকে প্রচণ্ড মারধোর করে জানানো হল যে, ইসলামে ধর্মান্তরিত না হলে তাঁকে চরম ফলভোগ করতে হবে। বাধ্য হয়ে তার পরিবারের সকলে এক গুরুদ্বারায় আশ্রয় নিয়েছেন। আহত অ্যাডভোকেট অনুপ সিং এখনও অচেতন। ঘটনায় পাকিস্তানের শিখেরা ভীত-সন্ত্রস্ত, নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কিত।

অনুপের ভাই রবীন্দ্র সিং টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়াকে ২১শে নভেম্বরের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে জানান, 'কমপক্ষে ৮ জনের একটি দল তাঁর দাদাকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে মহম্মদ আমিনের (অনুপের মক্কেলের স্বামী) বাড়ীতে ওঠে। সেখানে দাদার পোষাক খুলে আমিনের স্ত্রীর সাথে ফটো তোলে।'

জানা গেছে যে, নিগৃহীত অ্যাডভোকেট অনুপ সিং আমিনের বিবি সাফিনা কানওয়ালের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা লড়ছিলেন। তিনি বর্তমানে হাড়গোড় ভাঙা এবং মাথার আঘাতে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি আছেন, সুস্থ হতে কয়েক মাস সময় লাগবে। অনুপের ভাই জানিয়েছেন, 'অপরাধীরা দাদাকে সাদা কাগজে সই করিয়েছে, পরে তাঁর চুল-দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ধমকেছে যে, তাঁকে পাকিস্তানে থাকতে হলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ নিগৃহীত পরিবারকে কোনও সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ। ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ১১০ কিমি দূরে অবস্থিত পিণ্ডি ঘাইপ গ্রামে কেবল এই একটি শিখ পরিবারের বাস। তাঁরা এখন বাধ্য হয়ে গুরুদ্বারা পাঞ্জা সাহিবে আশ্রয় নিয়েছেন।

নানকানা সাহিবের 'শিখ রিসোর্স এ্যাণ্ড ষ্টাডি সেন্টারের' ডিরেক্টর গুরমিত সিং জানিয়েছেন, ঐ পরিবারটিকে এখনও ভীতি প্রদর্শন চলছে। এখনও পুলিশ কোনও প্রাথমিক কেস দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দায়ের করেনি, উল্টে অনুপের বিরুদ্ধেই একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে যে, অনুপের সাথে সাফিনা বিবির অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে।

জঙ্গী কাসবকে বাঁচিয়ে রাখতে দেশের ৩১ কোটি টাকা ব্যয়

২৬ নভেম্বরের এক বছর পেরিয়ে গেল। মুম্বাইতে সেদিন দু'শোর বেশি মানুষকে খুন করে এবং তিনশোর বেশি লোককে জখম করে ৬০ ঘণ্টা পণবন্দী রেখেছিল ১০ জন পাক জেহাদী। জীবিত ধরা পড়া এক মাত্র জেহাদী আজমল আমীর কাসবের বিচার এখনও চলছে। ২১ বছর বয়স্ক এই রাষ্ট্র-শত্রু আছে একেবারে আমীরেরই মত। তার খাওয়া-পরা, নিরাপত্তা, ডাক্তারি ব্যবস্থা সব মিলিয়ে দিনে গড়পড়তা খরচের বহর শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। যে দেশে এখনও কোটি কোটি লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, সেই দেশে এক খুনী, জঙ্গী, রাষ্ট্রশত্রুকে বিচারের নামে আমীরি চালে খোশামোদে তোষামোদে বহাল তবিয়তে রাখতে প্রতিদিন ব্যয় হয় সাড়ে আট লাখ টাকা। ইতিমধ্যে খরচা হয়ে গেছে ৩১ কোটি টাকা। সর্বদা ১৬ জন ডাক্তারের এক টীম তৈরী থাকেন এই জঙ্গীর সেবার জন্য। মুম্বাইয়ের জে জে হাসপাতালের একটি আলাদা ঘরই তৈরী করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে খরচ হয়েছে এক কোটি টাকা। ধন্য আজমল আমীর কাসবের জন্ম। পাকিস্তানের ফরিদকোট ধন্য এমন জেহাদীর জন্ম দিয়ে। আর ধন্য আমাদের ভারত সরকার।

জাঙ্গীপাড়ার গ্রামে হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচার

গত ১৫.১১.০৯ তারিখ বিকেল ৪টায় হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ার সুফীজঙ্গল ও বাহানা দুটি মুসলমান প্রধান গ্রাম থেকে তৃণমূলের একটি বিজয় মিছিল বের হয়। উল্লেখ্য ওই মিছিলে ৮০% মুসলমান ও ২০% হিন্দুর উপস্থিতি ছিল ওই মিছিল আল্লাহ আকবর ও নারায়ে তক্‌দির ধ্বনি দিতে দিতে পাকা রাস্তা ধরে বোড়হল, নিকাশ, খুঁড়িগাছি ও দিলকাশ প্রভৃতি হিন্দুগ্রামে প্রবেশ করে। এলাকার হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর ও লুঠ করে। উল্লেখ্য বোড়হল বাইপাস মোড়ে "সি. পি. এম. হিন্দু" শঙ্কর দাসের চায়ের দোকানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে লুঠপাট চালায়। এলাকার সকল হিন্দুকে কেটে কুঁচানো হবে–এই শ্লোগান দেয়। তারপর এলোপাথাড়ি- ভাবে হিন্দুদের ওপর মারধোর চালায়। উক্ত ঘটনায় হিন্দু সংগঠনের কর্মী এলাকার সুপরিচিত প্রসেনজিৎ বাগ-কে গুরুতরভাবে আহত করে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এখনও তাঁর বাম পায়ের অবস্থা খুবই সংকটজনক। ওনাকে যারা লাঠির আঘাত করে তাদের নাম ১। জম্বুর মল্লিক, (পিতা– ইসমাইল মল্লিক) ২। সেখ রজব আলি (পিতা–সেখ সাজ্জাদ আলি)। এছাড়া বহু মুসলমান যুবক গ্রামে ঢুকে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। প্রসেনজিৎ বাগের কথায়, হাসপাতালে তিনি যে বেডে ভর্তি ছিলেন তাঁর পাশের বেডেই কিছু হিন্দু নাক-কান কাটা অবস্থায় ভর্তি ছিল। তাদের বক্তব্য যে মুসলমানরা যখন তাদের এই অবস্থা ঘটাচ্ছিল তারা বারবার মুখে বলছিল যে মুসলমান সন্ত্রাসের চিহ্ন হিন্দুদের শরীরে এঁকে দিলাম। এই ঘটনা আগের দিন ঘটেছিল পার্শ্ববর্তী গ্রাম সীতাপুরে। তৃণমূলের ওই বিজয় মিছিলে যে ২০% হিন্দু ছিল তাদের কাছে হিন্দু সংহতির প্রশ্ন— ওই ঘটনা চোখে দেখেও আপনারা নীরব ছিলেন। আপনাদের এই নীরবতা স্থানীয় হিন্দুদের কাছে কি বার্তা পৌঁছাবে?

আমেরিকায় জন্ম মুসলিম ধর্মগুরু জঙ্গী কার্যকলাপের প্রেরণাদাতা

আমেরিকা, ব্রিটেন এবং কানাডার ডজন খানেক সাম্প্রতিক জঙ্গী মামলার তদন্তকারীরা খুঁজে পেলেন যে, সমস্ত সন্দেহের তীর একই দিকে যাচ্ছে। তা হল এক ইসলামী ধর্মগুরু আনোয়ার আল্ আওলাকির জঙ্গী উপদেশের প্রেরণা।

আওলাকি (৩৮) হলেন ইয়েমেনের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পুত্র। তিনি নিজে কখনও কোন বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর আমেরিকান কথ্য ইংরাজীতে জঙ্গী কার্যকলাপকে ধর্মীয় কর্তব্যের মোড়কে পাশ্চাত্য মুসলিমদিগকে জঙ্গী হতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন বলে তদন্তকারীদের অভিমত।

মেজর নিদাল মালিক হাসান ছিলেন মার্কিন সেনার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি গত মাসে টেক্সাসের ফোর্ট হুডে ১৩ জনকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেন। তাঁর সাথেই এই ধর্মগুরুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণিত। এটিই সাম্প্রতিকতম ঘটনা। এমনই আর এক ঘটনা ২০০৬ সালের। কানাডিয়ান মুসলিমদের একটি দল ওন্টারিও-তে এই ধর্মোপদেশ একটি ল্যাপটপে শুনে কয়েক মাস বাদে বোমা বিস্ফোরণ, গুলি চালনা, সংসদে হানা এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে কোতল করার পরিকল্পনা করে। সে পরিকল্পনা সফল হয়নি।

আনোয়ার আল্ আওলাকি আল-কায়দার দর্শনকে সংক্ষিপ্তাকারে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সুলিখিত করে প্রচার করেন বলে জানিয়েছেন ইভান কোলম্যান নামের এক জঙ্গী-প্রতিরোধ বাহিনীর বিশেষজ্ঞ। তাঁর কথায়, 'এই লেখায় কি করে বোমা তৈরী করতে হয় বা গুলি চালাতে হয়— তা বলা হয়নি। কিন্তু তিনি বলেছেন কাদের হত্যা করতে হবে, কেন তা করতে হবে এবং এটির প্রয়োজনীয়তা কতটা।'

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ২০.১১.০৯]

বিজ্ঞানী ও ধর্ম

গ্রহ নক্ষত্রের জগতের কথা এখন থাক। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র চেয়ারম্যান শ্রী কে. রাধাকৃষ্ণন ২৭ নভেম্বর, ২০০৯ কেরালার ত্রিচুর জেলায় গুরুবায়ুর মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নিজেকে তুলে ধরলেন এক কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীরূপে। পরণে পরম্পরাগত 'মুণ্ডু' (ধুতি) এবং 'বেষ্টি' (উড়ুনী)। মন্দিরের মেঝেতে বসে সেখানকার বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আসরে বহু দর্শক-শ্রোতার সামনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করলেন তাঁর ভক্তিগীতির অঞ্জলি। গুরুবায়ুর দেবাস্বাম বোর্ডের সভাপতি শ্রী হোট্টাথিল রবীন্দ্রন বললেন, শ্রী রাধাকৃষ্ণনের বিশেষ অনুরোধে আমরা এই আসরে তাঁর গীতি-বন্দনার ব্যবস্থা করে দিলে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং সুরেলা গীতি সকলকে বিস্মিত বিমুগ্ধ করে তোলে। রাধাকৃষ্ণন রাগ আদানা এবং রাগ কল্যানীতে দু'টি কীর্তন গান। তাঁর

২০ মিনিটের সঙ্গীতের সাথে সহযোগিতায় ছিল বেহালা, মুরুদঙ্গম এবং ইডাক্কা। ভারতের শীর্ষস্থানীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী হয়েও দেবতার সামনে ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চোখে বোধহয় এই বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট সেকুলার নন।

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ২৯.১১.০৯]

৬-ই ডিসেম্বর স্মরণে শ্রদ্ধেয় অশোক সিংহলজী-কে খোলা চিঠি

অযোধ্যার রামমন্দির এখনও হল না কেন?

তপন কুমার ঘোষ

শ্রদ্ধেয় সিংহলজী,

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে অযোধ্যায় রামমন্দির হবে। এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানেই হবে। পরমহংস রামচন্দ্র দাসের সারা জীবনের তপস্যা এবং আমাদের রাম, শরৎ কোঠারীর মত অসংখ্য বলিদানীর রক্ত ব্যর্থ যাবে না। কিন্তু রামমন্দির নির্মাণ অনেকটা পিছিয়ে গেল। 'বাবরি' নামক কলঙ্কচিহ্ন ভাঙার পর ১৭ বছর অতিক্রান্ত। আবার এসেছে সেই হিন্দু শৌর্য দিবস ৬ই ডিসেম্বর। এই দিনটি উপলক্ষে একবার পর্যালোচনা করা যাক কেন এতদিনেও রামমন্দির তৈরি করা গেল না।

অনেকেই একটা সহজ উত্তর দেবেন—বিজেপি বিশ্বাসঘাতকতা করল তাই মন্দির তৈরি হল না। রামের নামে ভোট নিয়ে, লোকসভায় ২ থেকে ১৯২-এ গিয়েও তারা মন্দির তৈরির প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেল, তাই মন্দির তৈরি হল না। বিজেপি যে কথা রাখেনি, মন্দিরের কথা ভুলে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, সেটা আংশিক কারণ, সব নয়।

হিসাব করে দেখা যাক, রামমন্দির তৈরির পক্ষে ও বিপক্ষে শক্তিগুলি ও ফ্যাক্টরগুলি কি কি? পক্ষে শক্তিগুলি হল—(১) বিশ্বের ১০০ কোটি হিন্দুর মনে শ্রীরামের প্রতি অনন্য ভক্তি, (২) ২৫ কোটি হিন্দুর মনে অযোধ্যায় রামের জন্মস্থানেই মন্দির নির্মাণের জন্য তীব্র ইচ্ছা এবং (৩) ওখানেই যে ৪৮১ বছর আগে রামের মন্দির ছিল তার অকাট্য প্রমাণ। স্বাভিমানশূন্য ও জাতীয়তাবোধহীন কম্যুনিস্টরা এই তথ্যকে গুলিয়ে দিতে চেয়েছিল এই কুতর্ক তুলে যে, ঠিক ওই জায়গাটাতেই রামের জন্ম হয়েছিল তার প্রমাণ কি? আর রাম যে আদৌ ছিলেন তারই বা প্রমাণ কি? এদেরকে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেওয়া দরকার যে রাম আদৌ ছিলেন কিনা এবং ওই স্থানেই রামের জন্ম হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ দেওয়ার দরকারই নেই। ওখানে রামের একটা মন্দির ছিল তার ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক সবরকমের প্রমাণ আছে। ঐ মন্দির বাবরের আদেশে মীর বাঁকি ১৫২৮ সালে ভেঙেছিল, তারও সবরকমের প্রমাণ আছে। রাম আমাদের পূজ্য। সুতরাং, ঐ স্থানেই রামের মন্দির আবার আমরা তৈরি করব।

এইবার দেখা যাক, রামমন্দির তৈরির বিপক্ষের শক্তিগলি কি কি? এই বিপক্ষের শক্তি অনেকগুলি। সব সময় অধর্মের পক্ষেই সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকে, আর ধর্মের পক্ষে থাকে সত্য ও স্বয়ং বাসুদেব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে ছিল ১১ অক্ষৌহিনী সৈন্য, আর পাণ্ডবপক্ষে ৭ অক্ষৌহিনী। রামমন্দির নির্মাণের বিপক্ষে আছে—(১) ভারতে শিক্ষিত হিন্দুর চিন্তার মধ্যে 'সেকুলারিজম্' নামক রোগের প্রাদুর্ভাব, (২) সাধারণ হিন্দুর ভাগ্য নির্ভরতা বা নিষ্ক্রিয়তা, (৩) মুসলিম ভোট ভিখারী রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম তোষণ, (৪) সরকারি প্রশাসন তন্ত্র, (৫) আমাদের দেশের অযৌক্তিক সংবিধান ও আইন, (৬) হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট, (৭) ভারতের হিন্দু বিরোধী মুসলিম সমাজ, যারা নিজেদেরকে রামের সন্তান না ভেবে বহিরাগত বাবরের সন্তান বলে মনে করে, (৮) বিশ্ব ইসলামিক উম্মা বা Pan Islamic Brotherhood, (৯) বিপুল পেট্রোডলার, (১০) ঐ ডলার প্রভাবিত আমাদের মিডিয়া ও সাংবাদিককুল এবং (১১) ভারতের প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, বলিউড ও সংস্কৃতি জগতে দাউদ ইব্রাহিম ও আই.এস.আই.য়ের এজেন্টরা। এই ১১টি শক্তিকে অতিক্রম করে বা পরাস্ত করে বাবরি মসজিদ ভাঙাও সহজ ছিল না এবং রামমন্দির তৈরিও সহজ নয়। তবু ধর্মের জোরে, সত্যের জোরে, মানুষের আবেগের জোরে, সংগঠনের জোরে, অসংখ্য সাধুসন্ত ও করসেবকের ত্যাগ ও বলিদানের জোরে এবং স্বর্গতঃ মোরোপন্থ পিংলে ও শ্রী বিনয় কাটিয়ারের Proactive নীতি ও Killing instinct-এর জোরে বাবরি মসজিদ ধরিত্রীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মন্দির নির্মাণ হল না। কেন? শুধু বিজেপি-র একার দোষে নয়।

মন্দির নির্মাণ সম্ভব হত। কিন্তু আমরা একটা বড় ভুল করে বসলাম। আমরা মানে সাধারণ আন্দোলনকারী বা করসেবকরা নয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব সেই ভুলটা করলেন যে ভুলের ক্ষমা নেই। কারণ, ভুলটা শুধু ভুল ছিল না, এই ভুলের পিছনে একটা লোভ আন্দোলনের নেতৃত্বের মনের অবচেতনে কাজ করেছিল। নেতৃত্ব আজ এটা মুখে হয়ত স্বীকার করবেন না। কিন্তু নিজের বুকে হাত রেখে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে মেনে নিতে বাধ্য হবেন। সেই ভুলটা ছিল রামমন্দির আন্দোলনে অর্জিত পুঁজিকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য লাগিয়ে দেওয়া বা invest করে দেওয়া। রামমন্দির আন্দোলন ছিল এ পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের সবথেকে বড় আন্দোলন। গান্ধীর আন্দোলন এর ধারে কাছেও ছিল না। সেই আন্দোলনের ফলে যে বিপুল জনসমর্থন আমরা পেয়েছিলাম, এবং সাড়ে চারশ বছরের বাবরি কাঠামো সাড়ে চার ঘণ্টায় মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাদের সুসংহত শক্তি সম্বন্ধে সমাজের যে আস্থা আমরা অর্জন করেছিলাম, সেই জনসমর্থন ও আস্থাকে সোজাসুজি ইনভেস্ট করা দরকার ছিল মন্দির নির্মাণের কাজে। তা না করে আমরা গেলাম ভোটে, সরকার দখল করতে। অর্জিত পুঁজিকে রাজনীতির কাজে লাগিয়ে দিলাম। যুক্তি দেওয়া হল—সরকারে গিয়ে আইন পাশ করে মন্দির তৈরি করব। আসলে মনের গভীর অবচেতনে কাজ করল ক্লান্তি ও লোভ। ঠিক যেমন ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থা হয়েছিল। 'আর কতদিন আন্দোলন করব, আর কতদিন বিরোধী আসনে বসব! এরপর আমার জীবন (সংঘ পরিবারের প্রায় সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা নিজের নিজের কথা ভেবেছেন, শুধু বিজেপি নেতারা নয়) তো শেষ হয়ে এল। আমরা ক্ষমতাসীন হয়েছি, এটা কি দেখে যেতে পারব না?' এই চিন্তা, এই ক্লান্তি-অবসাদ, এই লোভ বেশীরভাগ নেতার মনের অবচেতনে কাজ করেছিল, তাই তাঁরা এই ভুলটা করে বসলেন। অর্থাৎ, মন্দির করার পুঁজিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কাজে লাগিয়ে দিলেন। ক্ষমতা দখল হল, মন্দির হল না। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার—মন্দিরকে রাজনীতিতে লাগানো এবং আদর্শের সঙ্গে সমঝোতা করে জগাখিচুড়ি জোট সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত বিজেপি-র একার ছিল না। এ সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ সংঘ পরিবারের। সুতরাং আদর্শ পরিত্যাগ ও আপোষের জন্য বিজেপি একা দায়ী নয়।

নেতারা এইসময় ভুলে গেলেন যে ১৯৮৪ সালে উত্তরপ্রদেশে একটি ছোট্ট আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯৮৬ সালে যখন সরকার রামমন্দিরের তালা খুলে দিল (কোর্টের রায়ে তালা খোলা অজুহাত মাত্র), তখন কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় বসে লোকসভায় ৩১৫টি আসন নিয়ে, বিজেপি-র মাত্র ২। এত আসন কখনো জহরলাল, ইন্দিরাও পাননি। অর্থাৎ রাজীব গান্ধীর সামনে কোন রাজনৈতিক বিপদ ছিল না, কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না। তবু তিনি তালা খুললেন কেন? তারপর এল ১৯৮৯-এর ৯ নভেম্বর— করসেবা ও শিলান্যাস। স্থান নির্ধারিত হল গর্ভগৃহের পাশে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ বলল ওটা ৩.৭৭ একর বিতর্কিত (disputed) স্থানের মধ্যে পড়ে। ওখানে শিলান্যাস করা যাবে না। ৮ নভেম্বর রাজীব গান্ধীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং উড়ে এলেন দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ। তিনি নক্শা-টক্শা দেখিয়ে বলে দিলেন—যে জায়গাটা শিলান্যাসের জন্য ঠিক হয়েছে—ওটা বিতর্কিত স্থানের বাইরে পড়ে। ৯ নভেম্বর সকালে ধূমধাম করে কোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ জায়গাতেই শিলান্যাস হয়ে গেল। তখনও কংগ্রেস ও রাজীব ক্ষমতায়। এল ১৯৯২, ঐতিহাসিক ৬ ডিসেম্বর। তখনও কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। গোটা বিশ্বের মিডিয়ার সামনে করসেবকরা গুঁড়িয়ে দিল বাবরি ধাঁচা। নরসিংহ রাও চুপ করে বসে থাকলেন। বাধা দিলেন না। ৩টে গম্বুজ নিশ্চিহ্ন হয়ে কাপড়ের মন্দির তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বিকাল পাঁচটায় কল্যাণ সিং-এর সরকারকে বরখাস্ত করলেন। তারপরও বাবরির ধ্বংসাবশেষ সরাতে একদিন লেগেছে এবং করসেবকদের অযোধ্যা-ফৈজাবাদ ছেড়ে যেতে আরও দুদিন লেগেছে। সেই লক্ষ লক্ষ করসেবকের মধ্যে একজনকেও সরকার গ্রেপ্তার করল না। বিজেপি, তথাকথিত হিন্দুবাদী দল ক্ষমতায় না থেকেও, মুসলিম তোষণকারী দল কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকেও এগুলো কি করে সম্ভব হল?

ইতিহাসের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখনও বিজেপি হয়নি, জনসংঘ। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলায় বিশাল মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল আর এস এস। গুরুজী গোলওয়ালকর দায়িত্ব দিয়েছিলেন একনাথ রাণাডে-কে। হুমায়ুন কবীর তখন ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী। তিনি এবং কন্যাকুমারীর খ্রীষ্টান মৎসজীবিরা মন্দির নির্মাণে চরম বাধা দিচ্ছে। একনাথ রাণাডে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সমাজবাদী, জনসংঘ সব দলের মোট ৩০০ এম.পি.-র সই সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতিকে জমা দিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদন হয়ে গেল—জনসংঘ সরকারে না থেকেই।

এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রাজনৈতিক দলেরা জনতার পালস্ বোঝে। তাই সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলেও রামমন্দির আন্দোলনের ভিতরে যে এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, এ সাধারণ বোমা নয়, পরমাণু বোমা, যে কোন ক্ষমতাসীনের সিংহাসনের নীচে ভূমিকম্প করে দিতে পারে—এ ধারণা রাজীব গান্ধী, নরসিংহ রাও এবং কংগ্রেসের ছিল। তাই তাঁরা এ শক্তির সামনে নত হয়েছেন। তাছাড়া, এই জনশক্তি ও ধর্মীয় আবেগ তাঁদের ময়দান নয়। এ ময়দানে তাঁরা খেলতে অভ্যস্ত নন। রাজনৈতিক ময়দানে তাঁরা পারদর্শী। যতক্ষণ লড়াইটা আমাদের ময়দানে ছিল, ততক্ষণ আমরা ছিলাম অ্যাডভান্টেজ পজিশনে। আমরা আমাদের ময়দান ছেড়ে ওদের ময়দানে খেলতে গেলাম। পরিণাম—১৯২ থেকে ১২৫। এই পথে চললে এরপর পুনর্মুষিকভব।

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

মুম্বাই জেহাদী হামলার স্মরণে রাজ্যব্যাপী ধিক্কার সভা

২৬/১১ মুম্বাই জেহাদী হামলার স্মরণে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সংহতির ধিক্কার সভা ঃ যথাক্রমে বনগাঁয় মৌন মিছিল, কলকাতা কলেজ স্কোয়ার এবং ক্যানিং চপলা গেষ্টহাউস

২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর মুম্বাই শহরে হয়েছিল জেহাদী আক্রমণ। পাকিস্তান থেকে আসা জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় মুম্বাইয়ে ২০০ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল, ১০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল, মুম্বাই পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখার (A.T. S.) শীর্ষস্থানীয় অফিসাররা নিহত হয়েছিলেন এবং ৩ দিন ধরে ভারতের সেনাবাহিনীকেও নাস্তানুবাদ করে দিয়েছিল ঐ জেহাদীরা। রাষ্ট্রের এতবড় অপমানের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের কোন সংগঠন ধিক্কার জানাতে এগিয়ে আসেনি। একমাত্র হিন্দু সংহতি গত বছরও ৩রা ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদ সভা করেছিল ও পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়েছিল। এবছরও ২৬/১১-র স্মরণে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে বহু স্থানে ধিক্কার ও প্রতিবাদসভা এবং মিছিল আয়োজিত হল।

কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সভা হল ২৫ শে নভেম্বর। বহু মানুষের উপস্থিতিতে এই সভা হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রী কান্তিলাল মজুমদার। বক্তা হিসাবে ছিলেন তপন ঘোষ, প্রকাশ দাশ, বারিদ বরণ গুহ, অরুণ গিরি, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, উপানন্দ ব্রহ্মচারী ও প্রতাপ হাজরা। সভা পরিচালনা করেন চিত্তরঞ্জন দে। পরের দিন ২৬ তারিখে সকালে ক্যানিং-এ চপলা গেষ্ট হাউসে ২০০ জনের কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ। পরিচালনা করেন দীনবন্ধু ঘরামি। বিকালে বনগাঁয় মৌন মিছিল বের করা হয়। প্রায় ২০০ কর্মী মুখে কালো কাপড় বেঁধে পোষ্টার ব্যানারসহ এই মিছিলে যোগ দেন। এছাড়া হাওড়া জেলার বাগনান ও হুগলী জেলার ফুরফুরা অঞ্চলের গোপালনগরে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।

বাগনানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

১। গত বিশ্বকর্মা পূজার আগের দিন ১৬ সেপ্টেঃ তিনজন মুসলিম যুবক বাইকে করে যাচ্ছিল। একজন হিন্দু যুবক সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হিন্দু যুবকটি একজন তৃণমূল নেতা। মোটরবাইকটির আরোহী ঐ মুসলমান যুবকরা হিন্দু যুবককে ধাক্কা মারে। হিন্দু যুবকটির সাথে তিন মুসলিম যুবকের বচসা হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ হিন্দু যুবক জড়ো হয়। বেগতিক দেখে ঐ তিনজন পালিয়ে যায়। মূল আসামীকে না পেয়ে হিন্দু জনতা ক্ষেপে আসামীর এক আত্মীয়কে মারধোর দেয়, কারণ আত্মীয়টি ওদের পক্ষে সওয়াল করছিল। তখন বাগনান থানার পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে।

২। গত বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বিশ্বকর্মা প্রতিমার সামনে কয়েকজন আদিবাসী মেয়েরা মাইকের বাজনার তালে তালে নাচছিল। কয়েকটি মুসলমান যুবকও নাচতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে একজন মুসলমান যুবক একজন আদিবাসী মেয়ের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে। ফলে সমস্ত মেয়েরা ছেলেটিকে উত্তমমধ্যম মার দেয়। বেগতিক দেখে মুসলিম ছেলেগুলি পালিয়ে যায়।

৩। গত নবমী উপলক্ষে কয়েকটি মুসলমান যুবক দু'তিন জন হিন্দু মেয়েদের টানাটানি শুরু করে। ঘটনাটি ঘটে বাগনান-এ খাদিনান মোড়ে। হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় মেয়েগুলি যারা পাঁচলা থেকে বাগনানে ঠাকুর দেখতে এসেছিল, তারা অস্থায়ী দোকানে দাঁড়িয়েছিল। তখনই ঘটনাটি ঘটে। মেয়েগুলির চিৎকারে পাশাপাশি হিন্দুরা বেরিয়ে পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট দোষীদের প্রহার করে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে। দোষীদের একজন ধরা পড়ে যায় এবং তাকেই পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। বাকীরা পালিয়ে যায়।

৪। গত ২২শে সেপ্টেম্বর বাগনানে অবস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে রাস্তা তৈরী করাকে কেন্দ্র করে বাগনান ২নং ব্লকের বিডিও মুসলমানদের হাতে মার খান। আগ্রাসী মুসলমান প্রশাসনকে মানে না। দুইজন মুসলমান এখনও জেলে আছে।

তৃতীয় পাতার শেষাংশ

অযোধ্যার রামমন্দির কেন হল না ?....

তাহলে কি করা উচিত ছিল? রাজনৈতিক ক্ষমতায় না থেকেও যখন ৩টে লড়াই আমরা জিতেছি, তখন সেই ময়দান ছেড়ে না যাওয়া। মোটা কথায়, আগে সরকার পরে মন্দির নয়, আগে মন্দির পরে সরকার। অর্থাৎ, লোকসভায় পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না আসা পর্যন্ত সরকারে না যাওয়া, মন্দির ধরে থাকা। কিন্তু, তাতে যে কিছু ব্যক্তির দেরী হয়ে যায়, তাদের সময় যে ফুরিয়ে যায়। তাই, 'মন্দির দুদিন পরে হলেও হবে, কিন্তু আমি তো আর প্রধানমন্ত্রী হতে পারব না।' তাই তাড়া। তাই সমতা-মমতা-ললিতা, দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদের হত্যকারী শেখ আবদুল্লার ছেলেকে নিয়েও সরকার গড়া। কে না জানত, কে না বোঝে যে এদের নিয়ে মন্দিরও হবে না, সমান নাগরিক আইনও হবে না, ৩৭০-ধারাও হটানো যাবে না। তাই এখন বিজেপি-কে দোষ দেওয়া বৃথা। শুধু আদর্শহীন নয়, পরস্পরবিরোধী আদর্শযুক্ত ২৩-টা দলকে নিয়ে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত সেদিন যাঁরা নিয়েছিলেন, আজ এই পরিণামের দায়ভার তাঁদেরকেই নিতে হবে। তাঁরা শুধু বিজেপি নেতৃত্ব নয়, এর মধ্যে অশোক সিংহল ও সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও আছেন। গাড়ির উপরে যখনই লালবাতি লাগিয়েছেন, তখনই রামকেও লালবাতি দেখিয়ে দিয়েছেন। কারণ, রাম আছেন জনতার মধ্যে।

সে যুগের রাম বালিবধ করে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়ে বসেন নি। কিষ্কিন্ধ্যার বাহিনীকে সীতা উদ্ধারের কাজে লাগিয়েছিলেন। বাই প্রোডাক্ট রাবণ বধ। (আসলে ওটাই আসল লক্ষ্য, সীতা উদ্ধারটা উপলক্ষ)। আর এ যুগের রাম (যৌথ হিন্দু নেতৃত্ব) বালি বধ (বাবরি কাঠামো ধ্বংস) করেই সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাই সীতা উদ্ধার (মন্দির নির্মাণ) আর হল না। এই সিংহাসন আরোহণ মানে শুধু বাজপেয়ী-আদবানির প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী হওয়াই নয়। উমা ভারতী, স্বামী চিন্ময়ানন্দর মন্ত্রী হওয়া, বিনয় কাটিয়ার, বি.পি.সিংহল (অশোকজীর ভাই), শ্রীশচন্দ্র দীক্ষিত, কামেশ্বর চৌপল-এর (৯ নভেম্বর শিলান্যাসকারী) এম.পি. হওয়া, অশোক সিংহলের গাড়িতে লালবাতি লাগা, পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি—সবই হল এ যুগের কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসা। সুতরাং বোঝা গেল যে এঁরা এ যুগের রাম নন। তাই, এঁদের হাত দিয়ে সীতা উদ্ধার হবে না। মন্দির তৈরিও হবে না। আর সীতা উদ্ধারের মত মন্দিরও তো উপলক্ষ মাত্র। আসল লক্ষ্য তো রাবণ বধ, রাক্ষস বংশ ধ্বংস করা, যাতে সাধারণ মানুষ হয় নিরাপদ, সুখী। সীতা উদ্ধারের প্রক্রিয়াতেই (in different phases) ওই কাজ হয়েছিল। আজও মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়াতেই করতে হবে এ যুগের রাবণ বধ, রাক্ষস বংশ ধ্বংস। কি তা? আমাদের হিন্দু ভারতরাষ্ট্র বহু বহির্শত্রু ও ঘরশত্রুর আক্রমণে জর্জরিত, আমাদের ভারতমাতা এদের কাঁটায় কন্টকিত, ঘরের বাইরে জেহাদী বিস্ফোরণের আওয়াজ, আর কাশ্মীর, বাংলা, আসামের ঘরে ঘরে লাঞ্ছিতা হিন্দু নারীর আর্তনাদ, বলিউডের খান সেনা, কম্যুনিস্ট, সেকুলার আর মিডিয়ার হাতে ভারতাত্মা অবরুদ্ধ, আই এস আই, চীন, আমেরিকা ও পোপের এজেন্টদের হাতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা পণবন্দী। এই বিশাল রাক্ষসবাহিনী অর্থাৎ রাষ্ট্রশত্রুদেরকে ধ্বংস করতে করতে, তবেই তো হবে আসল রামমন্দির নির্মাণ। আমাদের স্বপ্নের সংকল্পের অযোধ্যার রামমন্দির তো শুধু ইঁট-পাথরের রামমন্দির নয়। এ তো আমাদের রাষ্ট্রমন্দির। তাই সীতা উদ্ধারের আগে রাবণ বধ। আর অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণের আগে রাষ্ট্রশত্রুদের ধ্বংস। এই তো হল সঠিক Course of action। রামায়ণ থেকে আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি। এখানে রামমন্দির মানে ৩-টে একসঙ্গে—অযোধ্যা, মথুরা, কাশী। একটা বা দুটো করে ছাড়লে হবে না। নির্ণায়ক জয়ের জন্য, রাষ্ট্রশত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তিনটেকেই মুক্ত করতে হবে। তার আগে ক্ষমতাভোগ নয়। তার আগে বিশ্রাম নয়। 'রাম কাজ কীজে বিনা মোহি কহাঁ বিশ্রাম'

সুতরাং, হিন্দু যুবক বন্ধুরা, এস ভাই, আমরা কিষ্কিন্ধ্যার বাহিনী তৈরি করি, প্রস্তুত থাকি। অপেক্ষা করি, প্রার্থনা করি শ্রীরামের আসার জন্য। অর্থাৎ যোগ্য বলিষ্ঠ নির্লোভ ধার্মিক নেতৃত্বের জন্য। প্রভু রাম নিশ্চয় পাঠাবেন। আর অশোকজী (সিংহল), আপনাকে বিদায়। আমি জানি আজ সমগ্র সংঘ পরিবারে রামমন্দিরের জন্য আতুর, ব্যাকুল যদি কেউ থাকে, তা আপনি। কিন্তু আপনি এ জীবনে আর রামমন্দির দেখে যেতে পারবেন না। কারণ, মোহন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাসজীর মত শুদ্ধাত্মা যখন দেখে যেতে পারেন নি, আপনিও পারবেন না। কিন্তু আমরা হিন্দু, পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। তাই, আগামী জন্মেই আপনি ভব্য রামলালার মন্দির দেখতে পাবেন—কিষ্কিন্ধ্যা বাহিনীর পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিচ্ছি।

কলকাতা
৬-১২-২০০৯

ইতি— আপনাদের স্নেহধন্য
তপন ঘোষ

কল্পনাকে ফিরিয়ে আনা গেল

১৭ বছরের মেয়ে কল্পনা মন্ডল। বসিরহাটে বাড়ি। মুসলমান ছেলের সঙ্গে প্রেম করে চলে যায় এবং নিকা করে মুসলমানের বাড়িতেই বাস করতে থাকে। মেয়ের বাবা হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। মেয়ে আবার পালিয়ে যায়। বাবা আবার নিয়ে এসে হিন্দু সংহতির হাতে তুলে দিয়ে বলেন, আপনারা এর ব্যবস্থা করুন। সংহতির হুগলি জেলার এক প্রমুখ কর্মীর বাড়িতে মেয়েকে রাখা হয়। এই কর্মী এই কাজে বিশেষ পারদর্শী। ১৫ দিন ঐ বাড়িতে থাকার পর মেয়ের মন পরিবর্তন হয়। তখন মনোজ মুখার্জী নামে একজন হিন্দু যুবক তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। গত ২২ নভেম্বর মনোজের সঙ্গে কল্পনার সম্পূর্ণ হিন্দু রীতিতে বিয়ে দেওয়া হয়। তারা এখন সুখে ঘর করছে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com